[২০২১] ৭ এস. সি. আর. ১০৬৩

সুরাজ ইন্ডিয়া ট্রাস্ট

বনাম

ভারতের ইউনিয়ন

২০১৬ সালের ৮৮০ নম্বর রিট আবেদন (সি) -এ ২০২০ সালের ১৬৩০ নম্বর বিবিধ আবেদন

২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

[সঞ্জয় কিষাণ কৌল এবং এম. এম. সুন্দরেশ, বিচারপতিদ্বয়]।

আদালত অবমাননা - আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১ - ভারতের সংবিধান - ধারা ১২৯, ১৪২ - আবেদনকারী - ট্রাস্ট রাজস্থান এবং দিল্লিতে প্রচুর সংখ্যক মামলা দায়ের করেছে, যার মধ্যে তার চেয়ারম্যান - মিঃ 'ডি' - ১২টি মামলার মধ্যে ৬৪টি ভিন্ন ভিন্ন মামলা দায়ের করেছেন - শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয়েছে - ট্রাস্ট কর্তৃক শুরু করা মামলাটি তুচ্ছ বলে প্রমাণিত হয়েছে - ট্রাস্ট এবং মিঃ 'ডি'-কে জনস্বার্থে কোনও মামলা দায়ের করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেশের আদালতে, ২৫ লক্ষ টাকার দৃষ্টান্তমূলক খরচ আরোপ করা হয়েছে মিঃ 'ডি'-এর উপর আরোপিত খরচ মওকুফের জন্য তার আবেদন খারিজ করা হয়েছে– রেজিস্ট্রিকে খরচ আদায়ের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে - মিঃ 'ডি' অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকে সম্বোধন করা চিঠিতে ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সহ তিন বিচারকের বিরুদ্ধে এবং কিছু রেজিস্ট্রি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অবমাননার মামলা শুরু করার জন্য সম্মতি চেয়ে আদালতকে কলঙ্কিত করা অব্যাহত রয়েছে এবং খরচ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রাখুন – মিঃ 'ডি'-কে অবমাননার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে – জামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছে – ক্ষমা দাখিল করা হয়েছে – আটক: তথাকথিত নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া আবারও পূর্ববর্তী কার্যধারায় তার অভিযোগের পুনরাবৃত্তি, যা প্রকাশ করার চেষ্টা করে যে খরচ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া আসলেই শেষ হয়ে গেছে যা সঠিক নয় কারণ এটি তার প্রচেষ্টা ছিল খরচের ক্রম পরিবর্তন করার জন্য কন্টেমনর যেসব বিষয় সম্পর্কে তিনি হয়তো খুব বেশি জানেন না জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার এবং তারপর তাকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য আদালতকে কলঙ্কিত করার একটি পেশা তৈরি করেছেন যা না করলে তিনি আদালতকে কলঙ্কিত করতে থাকবেন তিনি এই আদালত অবমাননার জন্য দোষী আদালতকে কলঙ্কিত করার জন্য তার পদক্ষেপ সাবধান করা যাবে না তিনি তার অহংকারী আচরণ চালিয়ে যান

নিন্দুকের পক্ষ থেকে কোনও অনুশোচনা নেই - এটি আদালতের দৃষ্টিতে অবমাননা, তবে চূড়ান্ত রায়ের প্রশ্নে তাকে শোনার জন্য আরও একটি সুযোগ দেওয়া হোক।

আবেদনের তালিকা নির্দেশ করে আদালত

স্থির হয়েছে: ১. অবমাননার এখতিয়ারের মূল কারণ হল-বিচারিক ফোরামগুলির প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা নষ্ট করা। এটি কোনও প্রতিহিংসাপরায়ণ অনুশীলন নয় বা কোনও বিচারকের মর্যাদা হ্রাস করতে সক্ষম অনুপযুক্ত বিবৃতিও নয়। এগুলি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় তবে যেখানে সমস্ত অক্ষাংশ সত্ত্বেও একটি চিরস্থায়ী মামলাকারী কাদা ছুঁড়ে দিয়ে তার অস্তিত্বকে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করে। আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১] [১০৬৭-বি-সি]

১.২। তথাকথিত নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা আবার পূর্ববর্তী কার্যধারায় তাঁর কথিত অভিযোগের পুনরাবৃত্তি। এটি ক্যানিয়াকে বলতে চায় যে খরচ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি আসলে শেষ হয়ে গেছে, যা প্রকৃতপক্ষে তা ছিল না কারণ এটি খরচের আদেশের সংশোধন করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল। রেজিস্ট্রিকে পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার সময় এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। যেহেতু পুনরুদ্ধারটি ঘটেনি, তাই রেজিস্ট্রি বিষয়টি আদালতের সামনে রেখেছিল। আদালত সমস্ত ডিটেক্ট লিখেছেঃ বর্তমান রায়টি কেবল ডাব্লুপি (সি) নংঃ ৮৮০/২০১৬-এ আদেশ পাস হওয়ার আগে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসাবে মিঃ ডি-এর আচরণ নথিভুক্ত করার জন্য নয়, তার পরে ক্রমাগত। জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ দিতে চেয়েছিলেন যে, খরচ মেটাতে না পারার কারণে বিভিন্ন আদালতে তাঁর দায়ের করা কার্যধারা যাতে হস্তক্ষেপ না করা হয় বা বাতিল না করা হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটি এমন কোনও পদক্ষেপ হতে পারে না যা অনুমোদিত। রাজ্য সরকারের কাছে তাঁর পাঠানো চিঠির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রের কৌঁসুলি আরও একবার তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা শুরু করা আধিকারিকদের হুমকি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু এই কারণে যে, মিঃ 'ডি' ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হন এবং তাঁর মামলাটি এইভাবে ক্যানভাস করতে চান স্পষ্ট বোঝাপড়া, এটি সম্ভবত এই আশঙ্কার জন্ম দিতে পারে যে তিনি সেখানে সর্বস্ব ছিলেন না। এটিও প্রতীয়মান হয় যে তিনি তাঁর দায়ের করা আবেদনের প্রকৃতির দ্বারা আদালতকে সম্বোধন করার জন্য তাঁর ক্ষমতার বাইরে ক্রমাগত আইনি পরামর্শ দিচ্ছেন। যতদূর বিবিধ অ্যাপ্লিকেশন নংঃ ১৬৩০/২০২০ সম্পর্কিত, ইতিমধ্যে যা বলা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি নির্দেশ দেওয়ার দরকার নেই।

০৬.০৫.২০২১, অর্থাৎ, রাজ্য সরকারকে 'ভূমি রাজস্বের বকেয়া' হিসাবে খরচ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ০১.০৫.২০১৭-এ ডব্লিউপি (সি) নংঃ ৮৮০/২০১৬-এ ইতিমধ্যে পাস করা আদেশ অনুসারে সুবিধাভোগীকে পুনরুদ্ধারের পরিমাণ প্রেরণ করা উচিত। এই আদালত দ্বারা ০১.০৫.২০১৭-এ পাস করা নির্দেশে দেখা গেছে যে "আমানত করতে ব্যর্থ হলে, উপরের খরচগুলি তার চেয়ারম্যান মিঃ রাজীব দাইয়ার কাছ থেকে, যদি প্রয়োজন হয়, তার ব্যক্তিগত আয়ের মাধ্যমে আদায়যোগ্য হবে।" 'ডি' কেবল তাঁর হলফনামা অনুসারে পরিমাণ পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন, বিষয়টি অবশ্যই সেখানে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, অবশ্যই, তারিখের আদেশে থাকা স্বাভাবিক পরিণতি যা তাঁকে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে অক্ষম করেছিল। জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার জন্মগত অধিকার থাকতে পারে না এবং সহায়তার স্তর এবং কারণগুলির প্রকৃতি যা ক্যানভাস করা হয়েছেঃ ০১.০৫.২০১৭ তারিখের আদেশে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। এমএ নংঃ ১৬৩০/২০২০ উপরোক্ত আদেশের সাথে বন্ধ রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৮, ২০-২৩] [১০৭৩-সি-ডি, এফ-এইচ; ১০৭৪-এ-এফ]

১.৩। বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতকে কলঙ্কিত করার প্রবণতা হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সম্পূর্ণ অনুমতি নেই। জনসাধারণের হিসেব অনুযায়ী বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি নষ্ট করার এবং ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য অনুপ্রাণিত ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টাগুলি অবশ্যই তাদের মর্যাদা ও আইনের মহিমা বজায় রাখার জন্য নিজেদেরকে আঘাত করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, অভিযোগটি উত্থাপিত হয় অবমাননার কারণে জনস্বার্থ আবেদন দায়ের করতে অক্ষমতার কারণে, যা তিনি দিতে অক্ষম বলে দাবি করেন এবং তার আবেদনের বিচার করতে না পারার পরিণতি, যা সংখ্যায় বড়। আপাতদৃষ্টিতে অবমাননাকারী এমন বিষয়গুলির জনস্বার্থ আবেদন দায়ের করার একটি পেশা তৈরি করেছেন যার সম্পর্কে তিনি খুব বেশি জানেন না এবং তারপরে তাকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য আদালতকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন যা ব্যর্থ হলে তিনি আদালতকে কলঙ্কিত করতে থাকবেন। [অনুচ্ছেদ ২৯] [১০৭৭-বি-ডি]

রোশন লাল আহুজা, ইন রেঃ (১৯৯৩) ৪ সাপ্লি. এস. সি. সি ৪৪৬-এর উপর নির্ভরশীল।

১.৪। অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা এই আদালতের একটি সাংবিধানিক ক্ষমতা যা সংক্ষিপ্ত করা বা নেওয়া যায় না

এমনকি আইন প্রণয়নের মাধ্যমেও। ০৯.০৭.২০২১-এ জারি করা বিজ্ঞপ্তিটি ছিল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আদালতকে কলঙ্কিত করার প্রচেষ্টার জন্য তাকে সাজা দেওয়ার জন্য জারি করা একটি সমন্বিত বিজ্ঞপ্তি। অবমাননাকারী স্পষ্টতই এই আদালত অবমাননার জন্য দোষী। আদালতকে কলঙ্কিত করার জন্য তাঁর পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ অব্যাহত রয়েছে। তাঁর দ্বারা জমা দেওয়া ক্ষমাপ্রার্থনাগুলি কেবল পরিণতি থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা, তারপরে আরও একটি অভিযোগের পরে, এইভাবে, একটি কৌতুক। শেষ ক্ষমাপ্রার্থনাটিকে বিষয়বস্তু দেখে ক্ষমাপ্রার্থনা বলা যায় না। অবমাননার পক্ষ থেকে কোনও অনুশোচনা নেই। তাঁর দায়ের করা নালিশের কারণে এটি আদালতের মুখের অবমাননা। এই আদালত পূর্বোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সাজা দেওয়ার বিষয়ে শুনানি দেওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক নয়, তবে তাকে আরও একটি সুযোগ দেবে এবং এইভাবে, চূড়ান্ত সাজার প্রশ্নের বিষয়ে অবমাননার কথা শোনার জন্য আবেদনটি তালিকাভুক্ত করা উপযুক্ত বলে মনে করে।

পুনর্বারঃ বিজয় কুর্লে ও অন্যান্য (২০২০) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৪০৭; ম্যাথিউস নেদুমপারা, ইন রে, (২০১৯) ১৯ এস. সি. সি ৪৫: বিশ্রাম সিং রঘুবংশী বনাম স্টেট অফ ইউ. পি (২০১১) ৭ এস. সি. সি ৭৭৬: [২০১১] ৮ এস. সি. আর ১০৫-এর উপর নির্ভর করেছিল।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[২০১১] ৮ এসসিআর ১০৫ নির্ভরযোগ্য অনুচ্ছেদ ৩৩

দেওয়ানি মূল এখতিয়ারঃ ২০১৬ সালের রিট আবেদন (সি) নংঃ ৮৮০-এ ২০২০ সালের বিবিধ আবেদন নংঃ ১৬৩০।

(ভারতীয় সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে)

রাজীব দাইয়া, ব্যক্তিগত আবেদনকারী.

শ্রীমতি ঐশ্বর্য ভাটি, এ. এস. জি, ডঃ মণীশ সিংভি, সিনিয়র বিচারপতি. মিসেস রুচি কোহলি, মহম্মদ অখিল, সুঘোশ সুব্রামানিয়ান, বি. ভি. বলরাম দাস, সন্দীপ কুমার ঝা, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতি।

১. আদালত অবমাননার এখতিয়ারের মূল কারণ হল বিচারিক ফোরামগুলির প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বজায় রাখা। এটি কোনও প্রতিহিংসাপরায়ণ অনুশীলন নয় বা কোনও বিচারকের মর্যাদা হ্রাস করতে সক্ষম অনুপযুক্ত বিবৃতিও নয়। এগুলি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় তবে যেখানে সমস্ত অক্ষাংশ সত্ত্বেও বহুবর্ষজীবী মামলাকারী কাদা ছুঁড়ে দিয়ে তার অস্তিত্বকে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করে, আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

২. বর্তমান বিরোধের রূপরেখাগুলি বোঝার জন্য, ডব্লিউপি (সি) নং ঃ ৮৮০/২০১৬ তারিখের ০১.০৫.২০১৭-এ এই আদালতের রায়ের দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন নেই। এই রায়টি কোনও সূত্র নয়, বরং কিছু অর্থে একটি চূড়ান্ত পরিণতি। শ্রী রাজীব দাইয়া, সুরাজ ইন্ডিয়া ট্রাস্টের (সংক্ষেপে 'ট্রাস্ট') পিছনের আত্মা বলে দাবি করেন, যা রাজস্থান এবং দিল্লি উভয় ক্ষেত্রেই প্রচুর মামলা দায়ের করে আসছে। ০১.০৫.২০১৭ তারিখের রায়টি পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসাবে শ্রী দাইয়া ব্যক্তিগতভাবে বিষয়গুলি প্রচার করছেন। এই আবেদনগুলি জনস্বার্থ মামলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর দায়ের করা মামলাগুলির একটি তালিকা শুধুমাত্র এই আদালতের সামনে ডাব্লুপি (সি) নং ঃ ৮৮০/২০১৬-এর কার্যধারায় প্রস্তুত করা হয়েছিল, যার সংখ্যা ১২ এছাড়াও, রেজিস্ট্রি দ্বারা প্রস্তুত সংক্ষিপ্তসার অনুসারে, এই ১২টি মামলায় ৬৪টি ভিন্ন কার্যধারা ছিল যেমন 'পূর্বোক্ত রায়ের অনুচ্ছেদ ৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে। আদালত গঠন করেছিল, একটি প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি যে ট্রাস্ট দ্বারা শুরু করা মামলাটি চিন্তাশূন্য এবং তুচ্ছ ছিল। মিঃ দাইয়াকে একটি স্বেচ্ছাসেবী বিবৃতি দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, যদি তিনি এটি উপযুক্ত বলে মনে করেন যে সুরাজ ইন্ডিয়া ট্রাস্ট এখন থেকে জনস্বার্থে কোনও কারণের আহ্বান জানিয়ে কোনও আবেদন দায়ের করবে না। এর মাধ্যমে, আদালত তাঁকে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে তিনি যদি তা করেন তবে বিষয়টি বন্ধ হয়ে যাবে এবং এর পরে আর কোনও পরিণতি হবে না। বিকল্পভাবে, তাঁকে ট্রাস্টের আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রতিক্রিয়া দাখিল করতে বলা হয়েছিল। মিঃ দাইয়া সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লিখিত প্রতিক্রিয়া দাখিল না করেই বিষয়টি নিয়ে মামলা করতে চেয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় উভয় দিক থেকেই আদালত তাঁর প্রতিনিধিত্বগুলি নিয়ে যেভাবে আচরণ করেছে তাতে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তারপরে, তিনি মাননীয় বিচারকদের আবাসিক অফিসে একটি অসম্মানজনক যোগাযোগ পাঠিয়েছিলেন। কেউ যদি বলতেন, সেই সময় রেজিস্ট্রিকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছেও প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছিলেন। ট্রাস্টের অভিযোগের পাঠে, কেবল এই প্রসঙ্গেই নয়, অসম্মানজনক মন্তব্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল

রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতিদের পাশাপাশি এই আদালতের বিচারকদেরও উল্লেখ করা হয়েছে। রাজস্থান রাজ্যের সমস্ত স্তরের বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি এবং সেই আদালতের অন্যান্য বিচারপতিদেরও এই অবমাননা করা হয়েছে। বেঞ্চ মতামত দিয়েছে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রতিদিনের ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য নেওয়া হয় এবং বিচারিক সময় নষ্ট হয় কারণ আদালতকে সহায়তা করার জন্য অযোগ্য ব্যক্তিরা বিনা কারণে দীর্ঘ শুনানি দেওয়ার জন্য জোর দেয়। সেই মামলায় একটি ভুল ধারণা করা আবেদন কেবল খারিজই করা হয়নি, তবে একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যে ট্রাস্ট এখন থেকে এই দেশের যে কোনও আদালতে জনস্বার্থে কোনও কারণ দায়ের করা থেকে বিরত থাকবে এবং এটি মিঃ রাজীব দাইয়ার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। মিঃ রাজীব দাইয়ার উপর ২৫ লক্ষ টাকার দৃষ্টান্তমূলক খরচ আরোপ করা হয়েছিল, যা আদেশের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিভোকেট্স-অন-নথিভুক্তওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে জমা করতে হবে, ব্যর্থ হলে মিঃ রাজীব দাইয়ার কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত আয়ের মাধ্যমে খরচ আদায় করা হবে। যদি খরচ জমা না করা হয় তবে বিষয়টি তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৩. খরচ জমা করা হয়নি এবং মিঃ দাইয়া তাঁর উপর আরোপিত ২৫ লক্ষ টাকার খরচ মওকুফ করার এবং অবমাননার অভিযোগের বিরুদ্ধে তাঁকে ক্ষমা করার অনুরোধের সাথে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার আবেদন জানিয়ে একটি আবেদন দায়ের করেন। ২০১৭ সালের এমএ নং ৫০৭-এ, মিঃ দাইয়া আদালতকে অনুরোধ করেছিলেন যে ২০১৬ সালের ডব্লিউপি (সি) নং ৮৮০-এ গৃহীত ০১.০৫.২০১৭ তারিখের রায় কার্যকর না করার জন্য কারণ তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে মামলা চালানোর অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছিলেন। আদালত, ২১.০৮.২০১৭-এ আদেশ দেয় যে মিঃ দাইয়া দ্বারা রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত মামলা চালানোর অনুমোদনের অনুরোধ করা চিঠিটি বেঞ্চের সভাপতিত্বকারী বিচারকদের প্রতিবেদনে রাখা উচিত। এরপর ০৫.১২.২০১৭-এ মিঃ দাইয়ার আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয় এই বলে যে বেঞ্চ আদেশটি সংশোধন করতে আগ্রহী নয় এবং রেজিস্ট্রিকে আইন অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৪, ২০১৭ সালের এমএ নং ১১৫৮ রেজিস্ট্রি দ্বারা এই আদালতে পেশ করা হয়েছিল কারণ মিঃ দাইয়া তারিখের ০১.০৫.২০১৭ রায়ের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে ট্রাস্টের দায়ের করা সমস্ত মুলতুবি মামলা প্রত্যাহার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যেহেতু ট্রাস্টের দায়ের করা সমস্ত আবেদন এবং রিট আবেদন জমা দেওয়া হয়নি এবং মিঃ দাইয়াকে ট্রাস্ট বা মিঃ দাইয়ার দ্বারা দায়ের করা কোনও আবেদন বা আবেদন গ্রহণ না করার জন্য রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দিয়ে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৫. ২০২০ সালের এমএ নংঃ ১৬৩০ একটি অফিস প্রতিবেদনের মাধ্যমে আদালতে জমা দেওয়া হয়েছিল ২৯.০৯.২০২০-এ জানিয়ে যে ট্রাস্ট দ্বারা খরচ জমা করা হয়নি। এই দিকটিও সচিব দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল

সুপ্রিম কোর্ট এওআর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষ থেকে যেহেতু উক্ত সত্তার কাছে খরচ জমা দিতে হয়েছিল। সেই কারণে উক্ত তারিখে ট্রাস্টকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল। এর জবাব দেওয়ার পরিবর্তে, মিঃ দাইয়া রেজিস্ট্রির কাছে সেই বিজ্ঞপ্তিগুলি চেয়েছিলেন যার ভিত্তিতে রেজিস্ট্রি দ্বারা ১৬.১০.২০২০ তারিখের ই-মেইলের মাধ্যমে নির্দেশ চাওয়া হয়েছিল। এর পরে ০৯.০২.২০২১ তারিখের একটি ই-মেইল পাঠানো হয়েছিল। ০৮.০২.২০১৮ তারিখের আদেশের অস্থায়ী প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ফাইলিং কাউন্টারে আবেদনগুলি গ্রহণ করার নির্দেশের জন্য উক্ত চিঠিটি প্রচার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ১২.০২.২০২১-এ আদালত উল্লেখ করেছে যে বিজ্ঞপ্তিদাবি করার কোনও ভিত্তি নেই। মিঃ দাইয়ার অস্পষ্ট অবস্থান এবং প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিগুলি অনুসরণে উপস্থিত না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, তাকে হাজির করার জন্য ২৫,০০০/- টাকার জামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৬. সেই পর্যায়ে মিঃ দাইয়া মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং আইএ নংঃ ৩৬৪৪৪ ২০২১-কে ২২.০২.২০২১-এ একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন সহ একটি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যাতে তারিখের ২৯.০৯.২০২০-এর আদেশ মেনে তাঁর সম্পদ দেখানো হয়। এই আইএ-এর তথ্য রেজিস্ট্রি দ্বারা প্রতিবেদনে রাখা হয়েছিল। আদালতকে জানানো হয়েছিল যে আদেশের অনিবার্য প্রকৃতির কারণে আবারও এটি ২২.০২.২০২১-এ গ্রহণ করা হয়নি।

৭. এরপর মিঃ দাইয়া ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে ১১.০৩.২০২১ তারিখের একটি চিঠিতে আরেকটি ইউ-টার্ন নেন। এই চিঠিতে পিআইএল ধারা, ধারা ১০ এবং ধারা ১৬-এ-এর সহকারী রেজিস্ট্রার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অবমাননার মামলা শুরু করার জন্য সম্মতি চাওয়া হয়েছিল। মিঃ দাইয়ার বিষয়টি মামলার যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে না দিয়ে ন্যায়বিচারের প্রশাসনে বাধা দেওয়া এবং হস্তক্ষেপ করার জন্য। একই সাথে ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শ্রী জে. এস. খেহর (অবসরপ্রাপ্ত), বিচারপতি ডি. ওয়াই-এর বিরুদ্ধে অবমাননার মামলা দায়ের করার জন্য সম্মতিও চাওয়া হয়েছিল। চন্দ্রচূড় এবং আমাদের মধ্যে একজন (সঞ্জয় কিষাণ কৌল, জে.) যেহেতু তিনজন বিচারক এই ভিত্তিতে রায় দিয়েছিলেন যে বিচারপতিরা ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে বিভিন্ন আবেদনেরযোগ্যতার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিচ্ছেন। দাইয়াকে তার বর্তমান আয়ের উৎস নথিভুক্ত করতে হবে, বিশেষ করে যেহেতু সে দাবি করেছিল যে সে একটি সরকারি চাকরিতে রয়েছে। তাকে তার অস্থাবর সম্পদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল

এবং স্থাবর সম্পত্তি, যদি থাকে। উপরন্তু, যেহেতু তিনি সরকারি চাকরিতে রয়েছেন বলে দাবি করছিলেন, তাই তাঁর শেষ বেতনের স্লিপটি দেওয়া উচিত যা ছাড়ের পাশাপাশি তাঁর দ্বারা প্রাপ্ত পারিশ্রমিকগুলি দেখাবে।

৮. ২৩.০৩.২০২১ তারিখে অ্যাটর্নি জেনারেল মিঃ দাইয়াকে দুটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি ১১.০৩.২০২১ তারিখের দুটি চিঠির ক্ষেত্রে অবমাননার কার্যক্রম শুরু করতে অস্বীকার করেছিলেন। তবে মিঃ দাইয়া অ্যাটর্নি জেনারেলকে দুটি চিঠি জেটেড ২৬.০৩.২০২১ এবং ২৭.০৩.২০২১ লিখেছিলেন, যার বিষয়বস্তু একই ছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে তাঁকে পুরো রেকর্ডটি তাঁর সামনে রাখার সুযোগ দেওয়া উচিত। ২৬.০৩.২০২১ তারিখে সহকারী রেজিস্ট্রারকে (পিআইএল ধারা) একটি ই-মেইল পাঠানো হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল যে আমাদের মধ্যে একজনকে (সঞ্জয় কিষাণ কৌল, জে) নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত কারণ তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে মাদকদ্রব্য প্রয়োগের অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছিলেন। ৪০ নম্বর চিঠিতে রাষ্ট্রপতিকেও সংযুক্ত করা হয়েছিল। এটি ছিল কোরামের বিরুদ্ধে তিনি যে ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিলেন তার প্রেক্ষাপটে যা তার মতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১৯ ধারার অধীনে একটি অপরাধের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছে (বিচারিক কার্যক্রমে সরকারি কর্মচারী দুর্নীতিগ্রস্তভাবে প্রতিবেদন তৈরি করছেন, ইত্যাদি আইনের বিপরীতে)। ১৭.০৩.২০২১-এ, অ্যাটর্নি জেনারেলকে ২৬.০৩.২০২১-এ পাঠানো চিঠির কথা মনে করিয়ে দিয়ে একটি ই-মেইল পাঠানো হয়েছিল।

৯. আই. এল. (রিট) বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার এবং আধিকারিক/আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগের স্বতঃপ্রণোদিত বিচারের জন্য তথ্যের অনুরোধ জানিয়ে শ্রী দাইয়া ভারতের প্রধান বিচারপতিকে একটি চিঠি লিখেছেন।

১০. উপরোক্ত প্রসঙ্গে যখন বিষয়টি '০৫.০৪.২০২১ "-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, তখন মিঃ দাইয়া কোভিশিল্ডের টিকা দেওয়ার কারণে আদালতে হাজির না হওয়ার অজুহাত চেয়েছিলেন। তিনি আদেশগুলি মেনে নেননি এবং সমস্ত ধরণের আপত্তি উত্থাপন করে কার্যধারা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ, বিষয়টি বেঞ্চ দ্বারা নয়, ভারতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ দ্বারা শুনানি করা উচিত। এইভাবে, পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে এটি মিঃ দাইয়ার বিশেষাধিকার নয়, এবং প্রধান বিচারপতি তাঁর চিঠি সত্ত্বেও একই বেঞ্চকে বিষয়টি পরিচালনা করার অনুমতি অব্যাহত রেখেছিলেন। যেহেতু মিঃ দাইয়া সমস্ত ধরণের আপত্তি উত্থাপন করে কার্যধারা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। দাইয়াকে আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করতে বদ্ধপরিকর বলে মনে করা হয়েছিল, আদালত এটিকে উপযুক্ত বলে মনে করেছিল। মিঃ দাইয়াকে অবমাননার বিজ্ঞপ্তি জারি করা উচিত যা ১২.০৪.২০২১-এ ফেরত দেওয়া যেতে পারে। ঘটনাচক্রে, মিঃ দাইয়া, উপরোক্ত অনুরোধ সত্ত্বেও, আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করেছিলেন। সরকারী চাকরির বিষয়ে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি যা উল্লেখ করছেন তা হ 'ল তিনি একটি আইনী অফিসে স্টেনোগ্রাফার ছিলেন, তবে রাজস্থান রাজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তিটি ছিল

শ্রী দাইয়ার অসহযোগ মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি যাচাই করার জন্য রাজস্থান রাজ্যকে জারি করা হয়।

১১. ০৮.০৪.২০২১-এ মিঃ দাইয়া তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সহ একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। তিনি দাবি করেন যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য নিয়মিত ঋণ নিয়েছিলেন, যা তাঁর বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয়েছিল। দায়বদ্ধতার মধ্যে তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ের দায় ছাড়াও তাঁর মেয়ের পড়াশোনার জন্য ব্যয় বহন করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে খরচ পরিশোধ করার জন্য তাঁর কাছে পর্যাপ্ত তহবিল নেই।

১২. ১২/০৪/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরবর্তী কার্যধারায়, রাজস্থান রাজ্যকে মিঃ দাইয়ার কর্মসংস্থান সম্পর্কে তথ্য দিতে বলা হয়েছিল এবং রাজ্য থেকে বেতন নেওয়ার সময় তিনি যে ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তা অনুমোদিত কিনা, মিঃ দাইয়ার জন্য অ্যামিকাস নিয়োগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ তিনি কার্যত সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন।

১৩. ০৩.০৫.২০২১ তারিখে, রাজস্থান রাজ্য কর্তৃক একটি হলফনামা দায়ের করা হয়েছিল যেখানে জানানো হয়েছিল যে, মি. দাইয়া যোধপুরে সরকারি অ্যাডভোকেট-কাম-অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেলের অফিসে কর্মরত ছিলেন, যা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের অফিস থেকে পৃথক একটি অফিস ছিল। তাকে প্রাসঙ্গিক পরিষেবা বিধিমালার অধীনে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে বিভিন্ন আদালতে তার আচরণের কারণে তাকে স্থগিত ও বদলি করা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে, মি. দাইয়া রাজস্থান হাইকোর্টে একটি রিট আবেদনদায়ের করেছিলেন, যার নাম ছিল এস.বি. সিভিল রিট নং ৬৮৬৪/২০২১। সুতরাং, ০৬.০৫.২০২১ তারিখে কার্যধারায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে রাজ্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বাতিলের জন্য আবেদন করেছে এবং রাজ্য 'ভূমি রাজস্বের বকেয়া' হিসাবে খরচ আদায়ের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য পদক্ষেপ নেবে।

১৪। ১০/০৫/২০২১ তারিখে, মিঃ দাইয়া তারিখের ০৬.০৫.২০২১ আদেশটি প্রত্যাহার/পর্যালোচনার জন্য আবেদন করেছিলেন। দাবি করা হয়েছিল যে তাঁকে শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি বাতিল হয়ে গেছে। তাঁর মামলাটি ছিল যে এমএ নংঃ ৫০৭/২০১৭-এ তিন বিচারকের একটি বেঞ্চ দ্বারা ২১.০৮.২০১৭-এ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি বাতিল করা বর্তমান বেঞ্চের উপর বাধ্যতামূলক ছিল। তিনি সুবিধামত উপেক্ষা করেছিলেন যে উক্ত কার্যধারাটি কেবলমাত্র তাঁর জমা দেওয়া নথিভুক্ত করেছে যাতে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে মামলা চালানোর অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছিলেন। এমএ-তে পাস হওয়া আদেশটি ছিল। ০৫.১২.২০১৭-এ নংঃ ৫০৭/২০১৭ আদেশটি সংশোধন করার জন্য মিঃ দাইয়ার অনুরোধ আসলে ছিল

প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং রেজিস্ট্রিকে আইন অনুযায়ী (খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য) এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৫. ০৮.০৭.২০১৭ তারিখে আবারও, মিঃ দাইয়া রেজিস্ট্রারকে একটি চিঠি লিখে জানান যে তিনি আমাদের একজনের (সঞ্জয় কিষাণ কৌল, জে.) বিরুদ্ধে ০৭.০৬.২০২১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিতে তদন্ত পরিচালনার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। ০৮.০৭.২০২১ তারিখে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছিল এবং আবারও অনুরোধ করা হয়েছিল যে বিষয়টি এমন একটি বেঞ্চের সামনে তালিকাভুক্ত করা হোক যার মধ্যে আমরা (সঞ্জয় কিষাণ কৌল, জে.) সদস্য নই। তিনি কিছু আরটিআই প্রশ্নও চেয়েছিলেন।

১৬. ০৯.০৭.২০২১ তারিখে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় মি. দাইয়ার চিঠির প্রতি। দেখা যায় যে, ট্রাস্ট/মি. দাইয়ার কাছ থেকে খরচ আদায়ের বিষয়ে সকল ধরণের আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। আদালতকে কলঙ্কিত করার জন্য এবং আদালতকে খরচ আদায় নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিতে বাধা দেওয়ার জন্যও চিঠি লেখা হয়েছিল। সুতরাং, এটি স্পষ্টতই আদালতকে ভয় দেখানোর একটি প্রচেষ্টা ছিল যা আদালত মেনে নেবে না। মি. দাইয়ার বিরুদ্ধে অবমাননার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল যে, কেন তার বিরুদ্ধে মামলা করা উচিত নয় এবং আদালতকে কলঙ্কিত করার প্রচেষ্টার জন্য সাজা দেওয়া উচিত নয়। পরবর্তী তারিখে, অর্থাৎ ০৪.০৮.২০২১ তারিখে ফেরতযোগ্য। এরপর, মি. দাইয়া স্থগিতাদেশ চান কারণ তার কিছু অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে চিকিৎসা পরামর্শ অনুসারে কখন মি. দাইয়া আদালতের কার্যক্রমে উপস্থিত থাকতে পারবেন তা যাচাই করতে বলা হয়েছিল। ১৮.০৮.২০২১ তারিখে লক্ষ্য করা যায় যে, রাজস্থান রাজ্যের পক্ষ থেকে দাখিল করা হলফনামা অনুসারে, ১৬.০৮.২০২১ তারিখে নিশ্চিত করা হয়েছে, চিকিৎসা পরামর্শ অনুযায়ী, বিবাদী ১১.০৮.২০২১ তারিখে তার দায়িত্ব পালনে ফিরে আসেন। চার মাসের জন্য স্থগিতাদেশের জন্য তার প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়নি। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই অসম্মানজনক আচরণ অব্যাহত ছিল এবং মিঃ দাইয়া ভুল ধারণার মধ্যে ছিলেন যে আদালতকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে তিনি পার পেতে পারেন। ১০,০০০/- টাকার জামিনযোগ্য পরোয়ানা এবং একই পরিমাণ জামিনদার তার উপস্থিতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৭.আবেদনকারী অবমাননার মামলার জবাব দাখিল করেছেন এবং ০৬.০৯.২০২১ তারিখে রাজস্থান সরকারের আইন ও আইন বিষয়ক বিভাগের সচিব, রেজিস্ট্রার, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট, আমাদের (সঞ্জয় কিষাণ কৌল, জে.) এবং বি. সুপ্রিম কোর্ট এওআর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সচিব সুনীতা রাও-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছেন। তিনি ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে অভিযোগটি উপস্থাপনের জন্যও অনুরোধ করেছেন এবং ০৭.০৯.২০২১ তারিখে, তিনি ৪-৫ মাসের মধ্যে মামলা স্থগিত রাখার আবেদন করেছেন যাতে ভারতের প্রধান বিচারপতি তার পূর্ববর্তী চিঠির জবাব দিতে পারেন

কারণ যুক্তিসঙ্গত আদেশ বেঞ্চ কর্তৃক পাস করা হচ্ছিল না। ০৮.০৯.২০২১ তারিখে, জামিনযোগ্য পরোয়ানা অনুসারে, জনাব দাইয়া হাজির হন এবং আমরা বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এবং রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে তার বক্তব্য শুনানি করি। যেমনটি আগে বলা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত আবেদনকারী বলেছেন যে তিনি অযোগ্যভাবে ক্ষমা চাইতে চান এবং তিনি যা বলেছিলেন তা প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমরা তাকে বলেছি যে তিনি তিন দিনের মধ্যে যা খুশি তা দায়ের করার স্বাধীনতা রাখেন এবং আমরা আমাদের আদেশ দেওয়ার সময় তা বিবেচনা করব এবং রায় সংরক্ষিত ছিল। এরপর, একটি আবেদন দাখিল করা হয়, যার মধ্যে আই এ নংঃ ১১৪৬২৬/২০২১ ছিল - যাকে তিনি "নিঃশর্ত ক্ষমা" বলে অভিহিত করেছেন এবং আই এ নংঃ ১১৪৬২৯/২০২১ দ্বারা আরও পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। এতে কোন পর্যালোচনা চাওয়া হচ্ছে তা উল্লেখ করা হয়নি।

১৮। তথাকথিত নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া আবারও পূর্ববর্তী কার্যধারায় তার অভিযোগের পুনরাবৃত্তি। এটি তুলে ধরার চেষ্টা করে যে খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যক্রম আসলে শেষ হয়ে গেছে, যা বাস্তবে তা ছিল না কারণ খরচের ক্রম পরিবর্তন করার জন্য তার প্রচেষ্টা ছিল। রেজিস্ট্রিকে পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার সময় এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। যেহেতু আদায় হয়নি, তাই রেজিস্ট্রি বিষয়টি আদালতের সামনে উপস্থাপন করেছিল। এরপর, তিনি তার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কর্তৃক তার উপর দাখিল করা চার্জশিট সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন, যার সাথে আমরা সরাসরি উদ্বিগ্ন নই। তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি তার দায়ের করা বিভিন্ন কার্যধারায় বিভিন্ন অভিযোগের প্রতিকার চান, খরচ পরিশোধের ক্ষেত্রে অসম্ভবতার মতবাদের প্রযোজ্যতা দাবি করে। তিনি রাজস্থান হাইকোর্টে দায়ের করা বিভিন্ন আবেদনের উল্লেখ করেছেন।

১৯। উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো মনোযোগ সহকারে পড়লে আমরা নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার মতো একই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি না।

২০। আমরা এই সমস্ত বিবরণ কেবল ডাবলু পি (সি)নংঃ ৮৮০/২০১৬ -তে আদেশ জারির আগে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে মিঃ দাইয়ার আচরণ লিপিবদ্ধ করার জন্যই লিখেছি না, বরং তার পরেও ধারাবাহিকভাবে। দাখিলকৃত আবেদনপত্রে তিনি ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন যে, খরচ পরিশোধে অক্ষমতার কারণে বিভিন্ন আদালতে দায়ের করা মামলা যাতে হস্তক্ষেপ বা সমাপ্ত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তাকে এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটি কোনও অনুমোদিত পদক্ষেপ হতে পারে না। আমরা ব্যয় আদায়ের একটি সহজ ইস্যুতে মিঃ দাইয়ার পদক্ষেপের উপর জোর দিতে চাই। প্রকৃতপক্ষে, রাজ্যের আইনজীবী আবারও রাজ্য সরকারের কাছে তাঁর দ্বারা সম্বোধিত যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেছেন,

যে আধিকারিকরা তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন, তাঁদের হুমকি দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু মিঃ দাইয়া যে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে এত স্পষ্ট বোঝাপড়ার সঙ্গে তাঁর মামলাটি ক্যানভাস করতে চান, তা সম্ভবত এই আশঙ্কাকে জন্ম দিতে পারে যে তিনি সেখানে ছিলেন না। এটিও প্রতীয়মান হয় যে তিনি যে ধরনের আবেদন করেছেন তার প্রকৃতি দ্বারা আদালতকে সম্বোধন করার জন্য তিনি তাঁর ক্ষমতার বাইরে ক্রমাগত আইনি পরামর্শের অধীনে রয়েছেন।

২১. বিবিধ আবেদনের ক্ষেত্রে, আমাদের মতে, '০৬.০৫.২০২১'-এ যা বলা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি নির্দেশ দেওয়ার কিছু নেই, অর্থাৎ রাজ্য সরকারকে 'ভূমি রাজস্বের বকেয়া' হিসাবে খরচ আদায়ের প্রক্রিয়া শুরু করার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং '০১.০৫.২০১৭'-তে ডব্লিউপি (সি) নংঃ ৮৮০/২০১৬-এ ইতিমধ্যে জারি করা আদেশ অনুযায়ী সুবিধাভোগীকে পুনরুদ্ধারের পরিমাণ প্রেরণ করা উচিত। এটি ছাড়া, আর কোনও নির্দেশের প্রয়োজন নেই কারণ পুনরুদ্ধার স্বাভাবিকভাবেই ট্রাস্ট এবং মিঃ দাইয়া উভয়ের উপলব্ধ সম্পদের উপর নির্ভর করবে। এই আদালত কর্তৃক '০১.০৫.২০১৭'-তে গৃহীত নির্দেশে দেখা গেছে যে, 'জমা ব্যর্থ হলে, উপরোক্ত ব্যয়গুলি শ্রীযুক্তের কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে। প্রয়োজন হলে তার ব্যক্তিগত আয়ের মাধ্যমে এর চেয়ারম্যান রাজীব দাইয়া "।

২২. প্রকৃতপক্ষে, মিঃ দাইয়া যদি তাঁর হলফনামা অনুযায়ী কেবল পরিমাণ পরিশোধে অক্ষমতা প্রকাশ করতেন, তবে বিষয়টি সেই জায়গায় ছেড়ে দেওয়া যেত, অবশ্যই, ০১.০৫.২০১৭ তারিখের আদেশে অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক পরিণতি যা তাঁকে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে অক্ষম করেছিল। সর্বোপরি, জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার কোনও জন্মগত অধিকার থাকতে পারে না এবং সহায়তার স্তর এবং প্রচারের কারণগুলির প্রকৃতি ইতিমধ্যে ০১.০৫.২০১৭ তারিখের আদেশে বিরূপভাবে মন্তব্য করা হয়েছে।

২৩. এম. এ. এইভাবে পূর্বোক্ত আদেশের সাথে বন্ধ করা হয়।

২৪। তবে, দুর্ভাগ্যবশত এটি বিষয়টির শেষ হতে পারে না।

২৫. শুরুতে বলা যাক, এত ঝামেলা ডেকে আনার পরিবর্তে বিষয়টি প্রত্যাহার করা বা ছেড়ে দেওয়া সহজ উপায়। কিন্তু তারপর সেই পথ নয় যার জন্য বিচারপতিরা শপথ নিয়েছেন। কখনও কখনও কাজটি অসহনীয় এবং কঠিন, তবে এটি প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর কল্যাণে সম্পাদন করতে হবে। এই ধরনের মামলাকারীদের কেবল তাদের পথ বেছে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না কারণ তারা আবেদন করতে পারে এবং যা মনে করে তা লিখতে পারে এবং কখনও কখনও ক্ষমা চেয়ে অনুমোদন করতে পারে এবং তারপরে আবার সেই অভিযোগগুলি সামনে নিয়ে আসে। আমরা এইভাবে আরও কঠিন পথ বেছে নিয়েছি।

২৬. এখন মিঃ দাইয়ার আচরণের দিকে ফিরে যাওয়া, যা উপরোক্ত রায় থেকে স্পষ্ট।

২৭. বিচারিক দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করি সে সম্পর্কে আমরা আলোকিত। আমরা প্রথমে রোশন লাল আহুজার রায়ের দিকে ফিরে যেতে চাই, 'ইন রিঃ[১] সুপ্রিম কোর্ট এবং তার বিচারকদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং বারবার করা মন্তব্য এবং আপত্তিকর মন্তব্য এবং রাষ্ট্রপতির কাছে করা প্রতিনিধিতে পদমর্যাদা হ্রাসের আদেশ এবং পরবর্তীকালে অবমাননার চাকরি থেকে বরখাস্ত করার বিষয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপনা করা হয়েছিল, জনসাধারণের বিবেচনায় বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি হ্রাস করা এবং ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে অসম্মানিত করার জন্য। অবমানিতকে চার মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে এবং ১,০০০/- টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

২৮. এটা মনে রাখা যথেষ্ট যে, উক্ত কার্যধারাতেও, আপাতদৃষ্টিতে ক্ষমা চাওয়ার পরেও, এই ভিত্তিতে যে, বিচারপতিরা এটি চেয়েছিলেন, আরও একবার অবমাননাকারী তাঁর আচরণের জন্য কোনও মুক্তি দেখাননি। ১১,১২ ও ১৩ অনুচ্ছেদে বিচারপতি এ. এস. আনন্দের (তখন যেমন ছিলেন) পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপঃ

> "১১। বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের সুনাম নষ্ট করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা একটি আদেশ পেতে ব্যর্থ হয়, যা তারা চায়, এবং এখন সময় এসেছে যে এই বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। কোনও মামলাকারীকে আদালতকে ভয় দেখানোর কোনও সুযোগ দেওয়া যাবে না। কেবলমাত্র কোনও পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য, এটি তাকে এমন অপবাদ দেওয়ার অনুমতি দেয় না যা বিচার বিভাগীয় বিষয়ে আদালতকে কলঙ্কিত করার প্রবণতা রাখে।
>
> ১২. সাধারণত, আইন আদালত কোনও ব্যক্তিকে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করার জন্য কার্যধারা শুরু করে না যেখানে নিছক প্রযুক্তিগত অবমাননা রয়েছে বা যেখানে অবমাননাকারী আদালতকে সন্তুষ্ট করে যে সে তার কাজের জন্য সত্যই অনুতপ্ত ছিল। আদালতের রায়গুলি সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত। বিচারক এবং আদালত তাদের রায়গুলির ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার প্রতি অযথা সংবেদনশীল বা স্পর্শকাতর নয়। ন্যায্য মন্তব্য, এমনকি, কোনও বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলা বা ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে ব্যাহত করার চেষ্টা না করলেও এবং যথাযথ ভাষায় সরল বিশ্বাসে করা হলেও আদালত অবমাননার জন্য কোনও শাস্তি আকর্ষণ করে না। লর্ড ডেনিং রেগুলেশন বনাম মেট্রোপলিসের পুলিশ কমিশনার, এক্স পার্ট ব্ল্যাকবার্ন, ১৯৬৮ (২) ডব্লিউএলআর ১২০৪ এই বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ করেছেন। মাস্টার অফ রোলসের ভাষায়ঃ

১। ১৯৯৩ সম্পূরক (৪) এস. সি. সি ৪৪৬।

যারা মন্তব্য করে তারা ন্যায়বিচারের আদালতে যা করা হয় তার সাথে বিশ্বস্ততার সাথে মোকাবিলা করতে পারে। তারা বলতে পারে যে আমরা ভুল করছি, এবং আমাদের সিদ্ধান্তগুলি ভুল, তারা আপিলের সাপেক্ষে হোক বা না হোক। আমরা কেবল জিজ্ঞাসা করব যে যারা আমাদের সমালোচনা করে তারা মনে রাখবে যে, আমাদের অফিসের প্রকৃতি থেকে আমরা তাদের সমালোচনার জবাব দিতে পারি না, আমরা জনসাধারণের বিতর্কে প্রবেশ করতে পারি না। তবুও রাজনৈতিক বিতর্কে কম।

যাইহোক, যখন সমালোচনা থেকে বিচার বিভাগের ভাবমূর্তিকে জনসাধারণের বিবেচনায় নামিয়ে আনার বা ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার বা ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে অসম্মানিত করার একটি ইচ্ছাকৃত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা দৃশ্যমান হয়, তখন আদালতগুলিকে অবশ্যই তাদের মর্যাদা ও আইনের মহিমা বজায় রাখার জন্য নিজেদের প্ররোচিত করতে হবে। কোনও মামলাকারীকে কোনও রায়ের ন্যায্য, সৎ ও যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার সীমা অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না এবং আদালতকে সাধারণত অসম্মানিত করতে বা বিচারকদের রায় দেওয়ার উদ্দেশ্যকে দায়ী করতে দেওয়া যেতে পারে না। বিচারব্যবস্থা এবং আদালতের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার জন্য পরিকল্পিত বিকৃতি অনুমোদিত হতে পারে না কারণ অন্যথায় বিচারব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল ও দুর্বল হতে বাধ্য এবং এটি কেবল আইনের শাসন রক্ষার জন্যই নয়, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্যও খারাপ হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বিচার বিভাগীয় বিষয়ে বিচারক বা আদালতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন অভিযোগ করার লাইসেন্সের সাথে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। কোনও বিচার ব্যবস্থা এই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত লাইসেন্সকে সহ্য করতে পারে না। অবশ্যই "ন্যায়বিচার কোনও গোপন গুণ নয়; সাধারণ মানুষের খোলাখুলি মন্তব্য সত্ত্বেও তাকে অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সম্মানের শিকার হতে দিতে হবে", কিন্তু জনসাধারণের সদস্যদের ন্যায়বিচার প্রশাসনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে অনুপযুক্ত উদ্দেশ্য আরোপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং বিদ্বেষ ছাড়াই বা কোনওভাবেই ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা না করে স্বাধীন সমালোচনার অধিকার প্রয়োগ করতে হবে এবং এমন কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা বিচার বিভাগীয় বিষয়ে আদালতকে কলঙ্কিত করে।

১৩. বর্তমান মামলায় অবমাননাকারী কোনও অনুশোচনা বা অনুশোচনা প্রকাশ করা তো দূরের কথা, তিনি উদ্ধত ও অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেছেন। 'নির্দেশের জন্য নোট' প্রচার করার ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ ক্ষতির সাথে অপমান যোগ করে। অবশ্যই, আদালতের মর্যাদা এতটা ভঙ্গুর নয় যে একজন পাগল লোকের ছোঁড়া পাথরের দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়, কিন্তু যখন আদালত জানতে পারে যে অবমাননাকারী বেপরোয়া, অধ্যবসায়ী এবং অবিবেচক হয়েছে

আদালতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্য দোষী এবং তার পদক্ষেপ, অনুপ্রাণিত, ইচ্ছাকৃত এবং পরিকল্পিত, আদালত অবমাননার আইন অবশ্যই সক্রিয় করা উচিত।

২৯. উপরোক্ত বিষয়গুলি দেখায় যে, বিচার বিভাগীয় বিষয়ে আদালতকে কলঙ্কিত করার প্রবণতা হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সম্পূর্ণ অনুমতি নেই। জনসাধারণের হিসেব অনুযায়ী বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি নষ্ট করার এবং ন্যায়বিচারের প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রণোদিত ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টাগুলি অবশ্যই তাদের মর্যাদা ও আইনের মহিমা বজায় রাখার জন্য নিজেদেরকে বাধা দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, অভিযোগটি উত্থাপিত হয় কারণ অবমাননাকারী জনস্বার্থ আবেদন দায়ের করতে অক্ষম, যা তিনি দিতে অক্ষম বলে দাবি করেন এবং তার আবেদনের বিচার করতে সক্ষম না হওয়ার পরিণতি, যা সংখ্যায় বড়। আপাতদৃষ্টিতে অবমাননাকারী ব্যক্তি এমন বিষয়গুলির জনস্বার্থ আবেদন দায়ের করার একটি পেশা তৈরি করেছেন যার সম্পর্কে তিনি খুব বেশি জানেন না এবং তারপরে তাকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য আদালতকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন যা ব্যর্থ হলে তিনি আদালতকে কলঙ্কিত করতে থাকবেন।

৩০. পুনর্বারঃ বিজয় কুর্লে ও অন্যান্য[২], যা একজন আইনজীবী মিঃ ম্যাথিউস নেদুমপারার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে স্বতঃপ্রণোদিত অবমাননার আবেদনে উত্থাপিত হয়েছিল। সেই কার্যধারায়, আদালত শেষ পর্যন্ত তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত না করার পরিবর্তে তাকে স্থগিতাদেশ দেয় এবং এই আদালতের সামনে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনুশীলন করতে বাধা দেয়[৩]। এর ফলে ইন্ডিয়ান বার অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে এবং মানবাধিকার সুরক্ষা কাউন্সিলের জাতীয় সচিব বলে দাবি করা কোনও ব্যক্তির অভিযোগের কারণে আরও একটি রাউন্ড হয় যেখানে তারা ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে অবমাননার অভিযোগ পাঠাতে চেয়েছিল (হাতে থাকা মামলায় কিছুটা অনুরূপ পরিস্থিতি)। শ্রী নেদুমপারা এই ভিত্তিতে অব্যাহতি চেয়েছিলেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই লোকদের চেনেন না। এই আদালতের একটি বেঞ্চ আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর সঙ্গে যুক্ত ভারতের সংবিধানের ১২৯ এবং ১৪২ অনুচ্ছেদের আলোকে অবমাননা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা নিয়ে বিতর্ক করেছিল। বিধানগুলি নিম্নরূপ ছিলঃ

"৯. ভারতীয় সংবিধানের ১২৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"১২৯। সুপ্রিম কোর্ট একটি রেকর্ড আদালত হবে। সুপ্রিম কোর্ট একটি রেকর্ড আদালত হবে এবং এর সকল ক্ষমতা থাকবে

২। ২০২০ এস সি সি অনলাইন এস সি ৪০৭।

৩। ম্যাথিউস নেদুমপাড়া, ইন রে, (২০১৯) ১৯ এস সি সি ৪৫৪।

এই ধরনের আদালতের নিজস্ব অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত।

১২৯ অনুচ্ছেদের একটি খালি পাঠ স্পষ্টভাবে দেখায় যে নথিভুক্তআদালত হওয়ায় এই আদালতের নিজের অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা সহ এই জাতীয় কোর্ট অফ প্রতিবেদনের সমস্ত ক্ষমতা থাকবে। এটি একটি সাংবিধানিক। ক্ষমতা যা কেড়ে নেওয়া যায় না বা আইন দ্বারা কোনওভাবেই সংক্ষিপ্ত করা যায় না।

১০. ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

(১) সুপ্রিম কোর্ট তার এখতিয়ার প্রয়োগের সময় তার সামনে বিচারাধীন যে কোনও কারণ বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য প্রয়োজনীয় ডিক্রি পাস করতে বা আদেশ দিতে পারে এবং এইভাবে গৃহীত কোনও ডিক্রি বা আদেশ সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও আইন দ্বারা বা তার অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সেই বিষয়ে বিধান না করা পর্যন্ত ভারতের রাজ্যক্ষেত্র জুড়ে প্রয়োগযোগ্য হবে।

(২) সংসদ কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে প্রণীত কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে, সমগ্র ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের ক্ষেত্রে, যে কোন ব্যক্তির উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যে কোন আদেশ দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত এবং সমস্ত ক্ষমতা থাকবে কোনও নথির আবিষ্কার বা উপস্থাপনা, বা কোনও অবমাননার তদন্ত বা শাস্তি।

৩১। পূর্বোক্ত প্রসঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, দুটি ধারার তুলনা দেখায় যে, যেখানে প্রতিষ্ঠাতা পিতারা মনে করেছিলেন যে, ১৪২ অনুচ্ছেদের (২) ধারার অধীনে ক্ষমতা যে কোনও আইনের অধীন হতে পারে। সংসদ কর্তৃক প্রণীত ১২৯ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও বিধিনিষেধ নেই। অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা এই আদালতের হাতে ন্যস্ত একটি সাংবিধানিক ক্ষমতা যা আইন প্রণয়নের মাধ্যমেও সংক্ষিপ্ত বা কেড়ে নেওয়া যায় না। আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে অবমাননাকারী যা চেষ্টা করে চলেছে তা হল তার উপায় বা বিকল্প হিসাবে, আমি আদালত, তার প্রশাসনিক যাই হোক না কেন, তার উপর একেবারেই কাদা ছোঁড়ব কর্মী বা রাজ্য সরকার যাতে এই কাদামাটিতে শঙ্কিত লোকেরা পিছু হটতে পারে।

আমরা পিছু হটতে অস্বীকার করি এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্ট যে আমাদের অবশ্যই এটিকে যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে যেতে হবে।

৩২. আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, ০৯.০৭.২০২১-এ জারি করা বিজ্ঞপ্তিটি ছিল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি আদালতকে কলঙ্কিত করার প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে সাজা দেওয়ার জন্য জারি করা একটি সমন্বিত বিজ্ঞপ্তি।

৩৩. আমরা মনে করি যে অবমাননাকারী স্পষ্টতই এই আদালত অবমাননার জন্য দোষী। আদালতকে কলঙ্কিত করার জন্য তার পদক্ষেপকে সমর্থন করা যায় না। তিনি তার বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ অব্যাহত রেখেছেন। তার দ্বারা জমা দেওয়া ক্ষমাপ্রার্থনা কেবল ফলাফল থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা এবং তারপরে আরও একটি অভিযোগের সেট, এইভাবে, একটি কৌতুক। শেষ ক্ষমাপ্রার্থনাকে বিষয়বস্তু দেখে ক্ষমাপ্রার্থনা বলা যায় না। এই আদালত বলেছে যে ক্ষমাপ্রার্থনা প্রতিরক্ষা হতে পারে না, আদালতের মর্যাদার সাথে আপস না করে উপেক্ষা করা গেলে একটি যৌক্তিকতা গ্রহণ করা যেতে পারে (বিশ্রাম সিং রঘুবংশী বনাম ইউ. পি. রাজ্য[৪])। ইতিমধ্যে যেমন বলা হয়েছে, বর্তমান মামলায় আমরা অবমাননার পক্ষ থেকে কোনও অনুশোচনা পাইনি।

৩৪. পরবর্তী একমাত্র প্রশ্ন হল, আমাদের আদেশে তাঁর কাছে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিটি যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং আদালতকে কলঙ্কিত করার প্রচেষ্টার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির ভিত্তিতে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রেক্ষাপটে সাজা শুনানির অধিকার রয়েছে কি না। তাঁর দায়ের করা আবেদনের কারণে এটি আদালতের মুখের অবমাননা। উপরোক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাঁকে সাজা দেওয়ার বিষয়ে শুনানি দেওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক নই, তবে তাকে আরও একটি সুযোগ দেব এবং এইভাবে, চূড়ান্ত সাজার প্রশ্নের বিষয়ে অবমাননাকারীর কথা শোনার জন্য আবেদনটি তালিকাভুক্ত করা উপযুক্ত বলে বিবেচনা করব।

দিব্যা পান্ডে। নির্দেশ জারি।

৪। (২০১১) ৭ এস সি সি ৭৭৬।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।